ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ট্রলের বিপরীতে ফুরফুরে মেজাজে দীপিকা

পৃঃ ৫

রেকর্ড অষ্টম ব্যালন ডি'অর জিতলেন মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯৮ ● কলকাতা ● ১৬ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০৩ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে

সিবিআই-কে সময়সীমা বেঁধে দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট

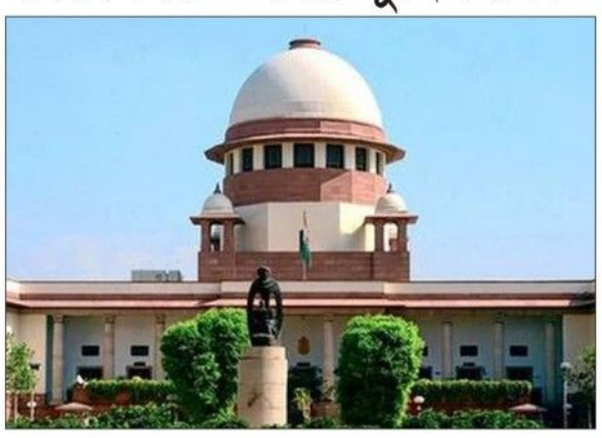

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : শিক্ষক দুর্নীতি সংক্রান্ত সমস্ত মামলা স্থানান্তরিত করা হতে পারে কলকাতা হাই কোর্টের স্পেশাল ডিভিশন বেঞ্চে। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানিতে এমনই ইঙ্গিত দিল সুপ্রিম কোর্ট । এদিন বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চে শুনানি ছিল।তখন আইনজীবী কুণাল বলেন, ৯ তারিখ নোটিস দিয়ে পরদিন জবাব দিতে বলা হয়। তাড়াহুড়োয় ভুল হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া, সেই সময়ের আধিকারিকরা এখন জেলে। বর্তমানে যাঁরা আছেন, সবাই নতুন। অতটা জানেন না। এতে বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী ফের বলেন, 'তাহলে এটা তো ঠিক, কিছু দুর্নীতি হয়েছেই?' তাতে পাটওয়ালিয়ার বক্তব্য, দুর্নীতি হয়ে থাকলে তার দায় সবাই ভোগ করতে পারে না। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট যে অন্তর্বর্তী রায়গুলি দিয়েছে, সেগুলি তুলে নেওয়া হোক। ১ মার্চ হাই কোর্টের নির্দেশে যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তেমনই থাক। মেধাবী, যোগ্যরা বঞ্চিত হচ্ছে। প্রয়োজনে নতুন নিয়োগ শুরু হোক। সেখানে সিবিআইয়ের আইনজীবীকে যাবতীয় রিপোর্ট-সহ আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া

এরপর ৩ পাতায়

কোথায় গিয়েছে দুর্নীতির টাকা,

বাকিবুরের বয়ান ধরে মন্ত্রীকে জেরা ইডির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন বণ্টন মামলায় 'দুর্নীতি'র টাকা কোথায় গিয়েছে, কারা কারা 'দুর্নীতি'র সঙ্গে যুক্ত, এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই বালু-সঙ্গী বাকিবুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বয়ান নথিবদ্ধ করেছে ইডি। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, এ বার সেই বয়ানের ভিত্তিতেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে।সাধারণ মিল মালিক এবং ব্যবসায়ী হলেও খাদ্য দফতরে অবাধ যাতায়াত ছিল বাকিবুরের। এর আগে ইডির তরফে দাবি করা হয়েছিল যে, বাকিবুরের সঙ্গে তাঁর কর্মীদের যে হোয়াট্সঅ্যাপ চ্যাট চালাচালি হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখে তদন্তকারীরা জানতে পারেন যে, দু'দফায় জ্যোতিপ্রিয়কে মোট ৮০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। বাকিবুরের তরফে জনৈক 'এমআইসি'কে টাকা দেওয়ার তথ্য আসে তদন্তকারীদের হাতে। ইডির দাবি, এই 'এমআইসি'-র অর্থ 'মিনিস্টার ইন চার্জ' অর্থাত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি আর কেউ নন, খোদ জ্যোতিপ্রিয়। বাকিবুর আর বালুকে মুখোমুখি বসাতে না পারলেও এ বার প্রথম জনের বয়ানের সূত্রে দ্বিতীয় জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ইডি।মন্ত্রীর সঙ্গে পেশায় ব্যবসায়ী বাকিবুরের 'ঘনিষ্ঠতা'র প্রমাণ আগেই পেয়েছে ইডি। বস্তুত, বাকিবুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই এই মামলায় মন্ত্রীর যোগসাজসের প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি ইডির। তার পরেই জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়িতে তল্লাশি এবং পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত ১৪ অক্টোবর রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয় বাকিবুরকে। গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই মামলাতেই গ্রেফতার হন জ্যোতিপ্রিয়। মন্ত্রীর গ্রেফতারির সময় ইডি হেফাজতেই ছিলেন

এরপর ৩ পাতায়

জীবিত বাবার ডেথ সার্টিফিকেট

বের করে জমি দখল!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাবা দিব্যি বেঁচেবর্তে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। অথচ সেই জন্মদাতা জীবিত বাবার মৃত্যুর শংসাপত্র দেখিয়ে পতিত জমিজায়গা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল 'কীর্তিমান' ছয় ছেলের বিরুদ্ধে। এমনই দৃশ্য সামনে আসতেই রীতিমতো তাজ্জব উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির লাহুতারা (১) পঞ্চায়েতের সাবধান গ্রামের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধ।দুদিন আগে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে গিয়ে জানতে পারেন ছেলেদের কীর্তি। অভিযোগ, করণদিঘির লাহুতাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের মহম্মদ বাগিরুদ্দিনের সহযোগিতায় মৃত্যুর শংসাপত্র বের করে সমস্ত জমি বিক্রির পরিকল্পনা করছিল ছেলেরা। এ বিষয়ে অতিরিক্ত জেলাশাসক রবি আগরওয়াল বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে যা বলার পরে বলব।' বৃদ্ধ আবদুল কালাম বলেন, 'প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে আমার প্রায় ৭৫ শতক জমি লিখে দিই। সেই জমির মধ্যে ২৪ শতক বিক্রি করতে ভূমি সংস্কার দপ্তরে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম আমাকে মৃত বলে ছেলেরা সার্টিফিকেট বের করে নিয়ে ওয়ারিশ করে ফেলেছে।' এই ঘটনায় ছয় ছেলের বিরুদ্ধে করণদিঘি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, আবদুল কালামের প্রথম পক্ষের ছজন ছেলে এবং দ্বিতীয় পক্ষের দুই মেয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই জমি দখল করতে অসুস্থ বাবাকে জমি লিখে নেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করছিল। এমনকি মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করার অভিযোগও করেন জীবিত বাবা। ছেলেদের ভয়ে নিজের করণদিঘির বাড়ি ছেড়ে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর বিহারের বাড়িতে থাকতেন।

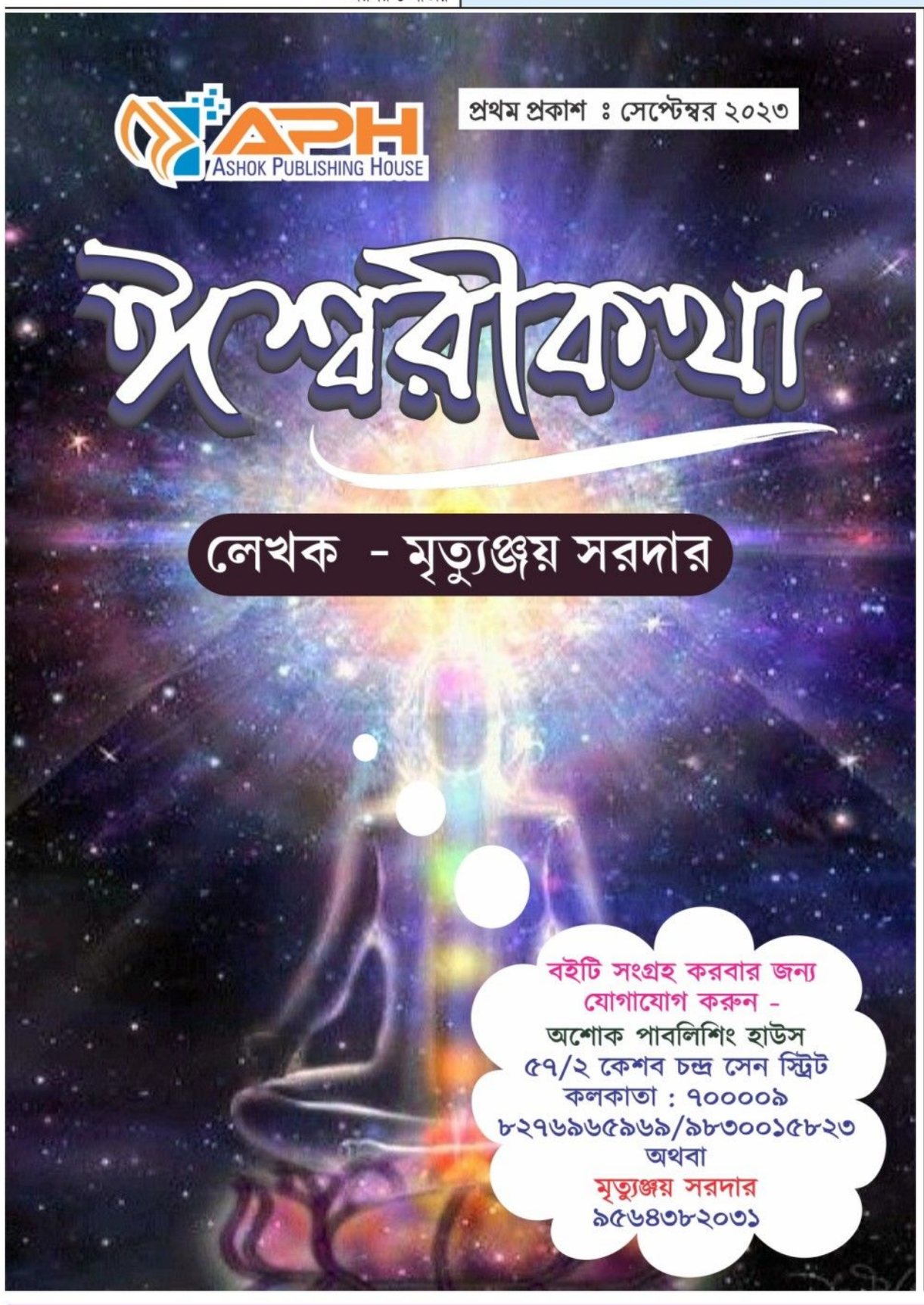

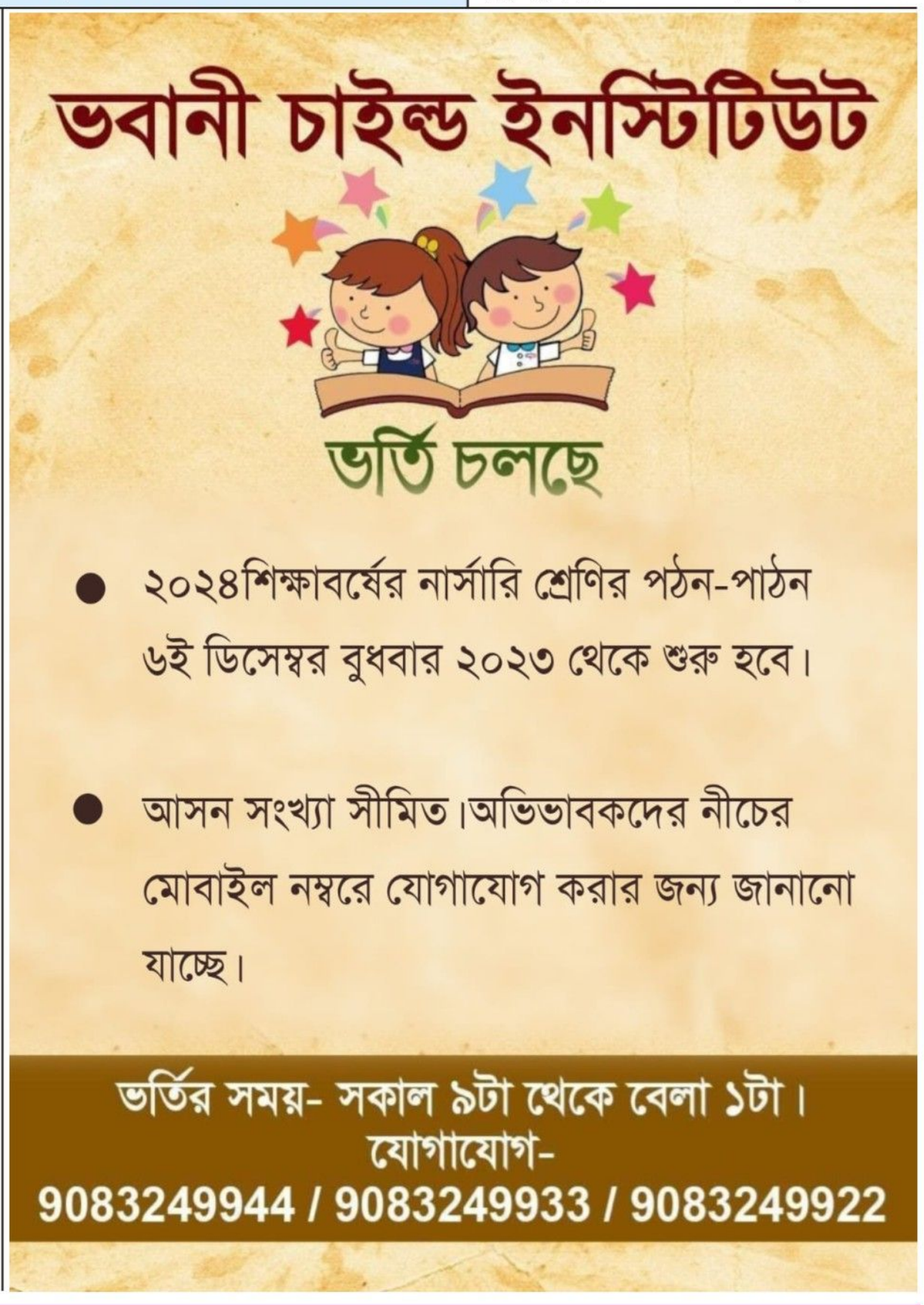

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতে মুখ্যমন্ত্রী,

বিজয়া করতে এসেছিলেন, বললেন মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও সেই সাক্ষাত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিজয়া করতে এসেছিলেন, উতসবের পরে এ একেবারেই সৌজন্য সাক্ষাৎ।

মুখ্যমন্ত্রী আগেই উদ্বেগ প্রকাশ কে ট্যুইট করেছিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে। এ দিন রাজভবন থেকে বেরিয়েও তিনি সে কথা সাংবাদিকদের বলেন। পাশাপাশি, তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে ব্যক্তিগত এক পরিসর তৈরি হয়েছে তাঁদের মধ্যে। অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার শহরে আসছেন বলেও এদিন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের সাক্ষাত নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয় রাজনৈতিক মহলে।জল্পনা শুরু হয়, তবে এদিনের সাক্ষাতে কী নিয়ে আলোচনা হতে পারে? প্রথমত উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে চান রাজ্যপাল এই মর্মে ইতিমধ্যেই রাজভবন থেকে চিঠি এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বলেই সূত্রের খবর। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সংঘাত ইতিমধ্যে চরম পর্যায়। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে সরব হয়েছেন।

শুধু তাই নয় রাজ্যকে না জানিয়ে কখনো অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস আবার কখনো রাজ্যের বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ করে দেওয়া হচ্ছে বলে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেক্ষেত্রে এদিনের বৈঠকে কী হতে চলেছে, তা নিয়ে জল্পনা ছিল।বুধবারেই রাজ্যপাল দাবী করেছেন কেন্দ্রের যে উত্তর তা ইতিমধ্যেই রাজ্যকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে করা হচ্ছে এই ১০০ দিনের গ্রামীণ প্রকল্পের কাজ নিয়ে রাজ্যের তরফে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে সেই বিষয় সম্পর্কে আরও একবার রাজ্যপালকে এই দিন জানাতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, এমনই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু মমতা বেরিয়ে এসে সে কথা বললেন না।

লোকসভার এথিক্স কমিটিতে

টাকার বদলে প্রশ্ন বিতর্কের শুনানি চলাকালীন আরও বড় বিতর্ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভার এথিক্স কমিটিতে টাকার বদলে প্রশ্ন বিতর্কের শুনানি চলাকালীন আরও বড় বিতর্ক! তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে অনৈতিক, ব্যক্তিগত এবং অশালীন প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠল খোদ কমিটর চেয়ারম্যান তথা বিজেপি সাংসদ বিনোদ সোনাকারের বিরুদ্ধে। যার প্রতিবাদে মহুয়া-সহ ওই কমিটির সব বিরোধী সদস্য ওয়াক আউট করেছেন। বিরোধী সাংসদরা বলছেন, মহুয়া বিদেশ সফরে থাকাকালীন কোন হোটেলে থাকতেন, কার সঙ্গে থাকতেন, বিল কে দিতেন, এ সব জানতে চায় এথিক্স কমিটির বিজেপি সদস্যরা। রাতে মহুয়াকে কারা ফোন করেন, কাদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল সাংসদ, সেসবও জানতে চাওয়া হয়। ক্ষোভপ্রকাশ করে বিরোধী সাংসদ দানিশ আলি বলেন, খোদ নীতি কমিটির প্রধানই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছেন।টাকার বদলে প্রশ্ন বিতর্কের এদিন সকালেই এথিক্স কমিটিতে হাজিরা দেন মহুয়া। ওই কমিটির ১১ সদস্যের মধ্যে ৫ জন বিরোধী শিবিরের। ৬ জন বিজেপির। বিরোধীদের মধ্যে তৃণমূলের কোনও সাংসদ না থাকলেও দুজন কংগ্রেসের , একজন জেডিইউয়ের, একজন সিপিআইয়ের এবং একজন বিএসপির সাংসদ আছেন। সূত্রের খবর বৈঠক চলাকালীন বিরোধী সাংসদরা মহুয়ার পাশে দাঁড়ান। প্রত্যাশিতভাবেই বিজেপি সাংসদরা তাঁকে চেপে ধরার চেষ্টা করেন বলে সূত্রের খবর।

অভিযোগ, মহুয়াকে চাপে

এরপর ৩ পাতায়

সিম্পল স্কিনকেয়ার আনল স্বাস্থ্যকর

উজ্জ্বল ত্বক পেতে দ্য কাইন্ড টু স্কিন সম্ভার

সিম্পলের কাইন্ড টু স্কিন সম্ভারের সাহায্যে আপনার ত্বক পরিচর্যার প্রয়াসকে সহজ করে তুলুন

Kolkata, 1st November 2023: নিউজ সারাদিন : সিম্পল স্কিনকেয়ার আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে যে আপনার দৈনিক ত্বক পরিচর্যা রুটিনে বিপ্লব আনার মত প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসে গেছে সাম্প্রতিকতম স্কিনকেয়ার এসেনশিয়াল। কাইন্ড টু স্কিন সম্ভারের পণ্যগুলো ডিজাইন করা হয়েছে আপনার স্বাস্থ্যকর ও উজ্জ্বল ত্বক পেতে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছু জুগিয়ে দিতে।

আজকালকার সর্বদা বদলাতে থাকা আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যকর ও উজ্জ্বল ত্বক বজায় রাখা এক চ্যালেঞ্জ। সিম্পল স্কিনকেয়ারের এসেনশিয়ালসের সাহায্যে বদলাতে থাকা মরসুমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া এত সহজ কোনোদিন ছিল না।

সিম্পল রিফ্রেশিং ফেস ওয়াশ: এই ১০০% সাবানমুক্ত জেল ভিটামিন বি এবং ই-র গুণে পুষ্ট। এটা গভীরে গিয়ে মোলায়েমভাবে ত্বক পরিষ্কার করা নিশ্চিত করে, ফলে আপনার ত্বক সতেজ ও পুনরুজ্জীবিত হয়। এটাই আমাদের সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া পণ্য। এই মৃদু ফেস ওয়াশ মেক-আপ, ধুলো এবং অন্যান্য অশুদ্ধ জিনিস সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলে। আপনার ত্বক হয়ে ওঠে তরতাজা এবং পুনরুজ্জীবিত। এই ফেস ওয়াশ তেলতেলে ত্বকের পক্ষে সবচেয়ে ভাল, কারণ এটা ত্বকের অতিরিক্ত তেল শুষে নেয় কিন্তু ত্বককে শুকনো করে দেয় না। বরং আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে এবং মোলায়েমভাবে সাফ করে। ত্বকের পক্ষে ভাল উপাদান দিয়ে তৈরি এই ফেস ওয়াশে আছে ভিটামিন ই এবং বি৫ যাতে কোনোরকম জ্বলুনি, চুলকানি ইত্যাদি ছাড়াই আপনার ত্বককে পুনরুজ্জীবিত ও পুষ্ট করা যায়। এর মোলায়েম, সাবানমুক্ত ফরমুলা আপনার ত্বকের শুকিয়ে যাওয়া নিশ্চিতভাবে আটকাবে। এ এক জেল ফর্মুলা যা স্পর্শকাতর ত্বকের জন্যে সেরা ফেস ওয়াশ হিসাবে পরিচিত।

দাম ৩৮৫/- টাকা

সিম্পল সুদিং ফেশিয়াল টোনার: ত্বক সাফ করা এবং ময়শ্চারাইজ করার আগে ব্যবহার করার জন্য আদর্শ আমাদের টোনার আপনার ত্বককে রাখে টোনড এবং সতেজ। ফলে আপনার ত্বক পরিচর্যা রুটিনের জন্যে নিখুঁত ক্যানভাস তৈরি হয়। স্পর্শকাতর ত্বকের মানুষের জন্য একেবারে যথাযথ এই আরামদায়ক টোনার ডিজাইন করা হয়েছে ত্বককে শান্ত ও আর্দ্র করতে। সিম্পল কাইন্ড টু স্কিন সুদিং ফেশিয়াল টোনার সব ধরনের ত্বকের পক্ষে জুতসই কিন্তু বিশেষ করে স্পর্শকাতর ত্বকের পক্ষে মোলায়েম।

দাম ৪৬০/- টাকা

সিম্পল হাইড্রেটিং লাইট ময়শ্চারাইজার: চিনে নিন সিম্পল স্কিনকেয়ার হাইড্রেটিং লাইট ময়শ্চারাইজার - আপনার ত্বকের নতুন অত্যাবশ্যক সঙ্গী! এর পুষ্টিকর উপাদান এবং সারাদিন ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখার ব্যবস্থা এমন ত্বকের অভিজ্ঞতা পাবেন যা কখনো পাননি। এই ময়শ্চারাইজার ১২ ঘন্টা ময়শ্চারাইজেশন দেয়, আপনার ত্বককে রাখে মসৃণ এবং নিখুঁতভাবে আর্দ্র। শুকনো ভাবের সঙ্গে লড়াই করে, ফলে আপনার ত্বক সর্বদা আর্দ্র বলে মনে হয়!

দাম ৪৬৫/- টাকা

সিম্পলে আমরা এমন এক ক্লিন বিউটি ব্র্যান্ড হিসাবে গর্বিত যে ব্র্যান্ড সেইসব ত্বক সাফ করার পণ্য তৈরিতে একান্তভাবে নিযুক্ত, যেগুলো কেবল কার্যকরী নয়, আপনার ত্বকের প্রতি মোলায়েমও বটে। আমাদের সমস্ত পণ্যেই ত্বক পরিচর্যার প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা স্পষ্ট। আমাদের উদ্দেশ্য সহজ - আপনার মৃদু অথচ শক্তিশালী ত্বক পরিচর্যা সমাধান জোগানো, যা ব্যবহার করার পর আপনার ত্বক সতেজ, পুনরুজ্জীবিত বোধ করে। সবচেয়ে বড় কথা, ত্বকের যত্ন নেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। আমাদের হাত ধরে পরিচ্ছন্ন ও সহক ত্বক পরিচর্যার সৌন্দর্য আবিষ্কার করুন।

পঞ্চায়েতের টাকা খরচ কোন খাতে, বেঁধে দিল নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েতের টাকা খরচের ক্ষেত্রে রাজ্যে 'অনিয়ম' বাড়ছে, কেন্দ্রের তরফে বারবার এই অভিযোগ খাড়া করা হচ্ছে। আর সেই অভিযোগকে অজুহত বানিয়ে রাজ্যের বকেয়া আটকে রাখার নিত্যনতুন ফিকির খোঁজা চলছে। সেই আবহেই এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। পঞ্চম ডবংঃ ইবহমধষ ঝঃধঃব ঋরহধহপব ঈড়সসরংংরড়হ'র বরাদ্দ অর্থ কীভাবে এবং কোথায় খরচ করতে হবে, তা নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া হল।জোর দিতে বলা হয়েছে কঠিন বর্জ্য নিষ্কাষণের পরিকাঠামো তৈরি করার ক্ষেত্রেও। সেই সঙ্গে আদিবাসী মানুষ ও তাঁদের এলাকার উন্নয়ন, নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ, স্থানীয় এলাকার চাহিদা অনুযায়ী আনটায়েড ফান্ড খরচ করা যাবে বলে

এরপর ৩ পাতায়

লাভা নিয়ে এল নিজের শ্রেণীতে

প্রথম রিং লাইট-সহ ব্লেজ 2 5G মোবাইল

দাম শুরু 9,999/- থেকে

- প্রিমিয়াম ডিজাইনের ধারাকে এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে ব্লেজ 2 5G- তে থাকছে প্রিমিয়াম গ্লাস ব্যাক ডিজাইন এবং রিং লাইট
- 3,90,000- এর AnTuTu স্কোর-সহ বিদ্যুৎগতির মিডিয়াটেক ডাইমেনসিটি 6020 প্রসেসরের শক্তিতে বলীয়ান
- ব্লেজ 2 5G -তে 90Hz রিফ্রেশ রেট-সহ একটি 16.55 সেন্টিমিটার (6.56") HD+ IPS পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে রয়েছে
- ব্লেজ 2 5G দু'টি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে (RAM/ROM)- (4+4*)GB/ 64GB এবং (6+6*)GB/128GB

Kolkata, 2 নভেম্বর, 2023: নিউজ সারাদিন : ন্যায্য মূল্যে অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, লাভা আজ নিয়ে এল নতুন ব্লেজ 2 5G, যার দাম শুরু হচ্ছে মাত্র 9,999/- টাকা থেকে! এই মোবাইলে রয়েছে প্রিমিয়াম গ্লাস ব্যাক এবং নিজের শ্রেণীতে প্রথম রিং লাইটের বৈশিষ্ট্য। এই মোবাইল তিনটি প্রাণবন্ত রঙে পাওয়া যাবে, সেগুলি হল গ্লাস ব্ল্যাক, গ্লাস ব্লু এবং গ্লাস ল্যাভেন্ডার।

এই সাম্প্রতিকতম স্মার্টফোনটি AnTuTu রেটিংয়ে 3,90,000+ স্কোর করা ক্ষিপ্রগতির MediaTek Dimensit - 6020 প্রসেসর দ্বারা চালিত। ব্লেজ 2 5G দু'টি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যাবে (RAM/ROM) - (4+4*) GB/ 64GB এবং (6+6*) GB/128GB। এই ফোনের UFS 2.2 মেমরি 1 TB পর্যন্ত প্রসারণযোগ্য।

মোবাইলে রয়েছে 2.5D কার্ভড স্ক্রিন এবং 90 Hz রিফ্রেশ রেট-সহ 16.55 সেন্টিমিটার (6.56")-এর HD+ IPS পাঞ্চ হোল ডিসপ্লে।

ব্লেজ 2 5G পরিচ্ছন্ন AndroidTM 13-এর অভিজ্ঞতা প্রদান করে এবং এতে কোনও রকম ব্লোটওয়্যার বা বিজ্ঞাপন নেই। এতে বেনামী এবং স্বয়ংক্রিয় কল রেকর্ডিং ও পার্শ্ব ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরের সুবিধা থাকছে। ডিভাইসটিতে আরও দেওয়া হচ্ছে Android 14-এর প্রতিশ্রুত আপগ্রেড এবং দুই বছরের জন্য ত্রৈমাসিক নিরাপত্তা আপডেট।

ব্লেজ 2 5G ফোনে রয়েছে 50MP রিয়ার ক্যামেরা এবং নিখুঁত সেলফির জন্য সামনে আছে স্ক্রিন ফ্ল্যাশ-সহ 8MP ফ্রন্ট ক্যামেরা। স্মার্টফোনটির অন্তর্নির্মিত ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে ফিল্ম, স্লো মোশন, টাইমল্যাপস, ইউএইচডি, জিআইএফ, বিউটি, এইচডিআর, নাইট, পোর্ট্রেট, এআই, প্রো, প্যানোরামা, ফিল্টার এবং ইন্টেলিজেন্ট স্ক্যানিংয়ের মতো বিভিন্ন মোড।

ব্লেজ 2 5G মোবাইলে পাওয়া যাচ্ছে 5000mAh ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি এবং 18W ফাস্ট চার্জিং (Type-C)।

গ্রাহকদের বিক্রয়োত্তর অভিজ্ঞতা উন্নত করতে লাভা 'বাড়িতে বিনামূল্যে পরিষেবা' প্রদান করে, যেখানে গ্রাহকদের ঘরের দোরগোড়ায় হাজির হয়ে পরিষেবা প্রদান করা হয় (গ্রাহকরা ফোনের ওয়ারেন্টির মেয়াদের মধ্যে পরিষেবাটি পেতে পারেন)। বাড়িতে পরিষেবা পেতে এখানে ক্লিক করুন: https://www.lavamobiles.com/lava_service_at_home/

ব্লেজ 2 5G দেশজুড়ে লাভার রিটেল নেটওয়ার্ক, Amazon.in এবং Lavamobiles.com -এ পাওয়া যাবে।

মূল্য এবং উপলব্ধতা:

মডেল : Blaze 2 5G

ভেরিয়েন্ট : 4+4*GB/64GB

এমআরপি (INR) : Rs 9,999/-

উপলব্ধতা : 9 নভেম্বর 2023

প্ল্যাটফর্ম : লাভা রিটেল নেটওয়ার্ক

মডেল : Blaze 2 5G

ভেরিয়েন্ট : 6+6*GB/128GB

এমআরপি (INR) : Rs 10,999/-

উপলব্ধতা : 9 নভেম্বর 2023

প্ল্যাটফর্ম : আমাজন

বাজির শব্দমাত্রা বৃদ্ধির মামলাতে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট

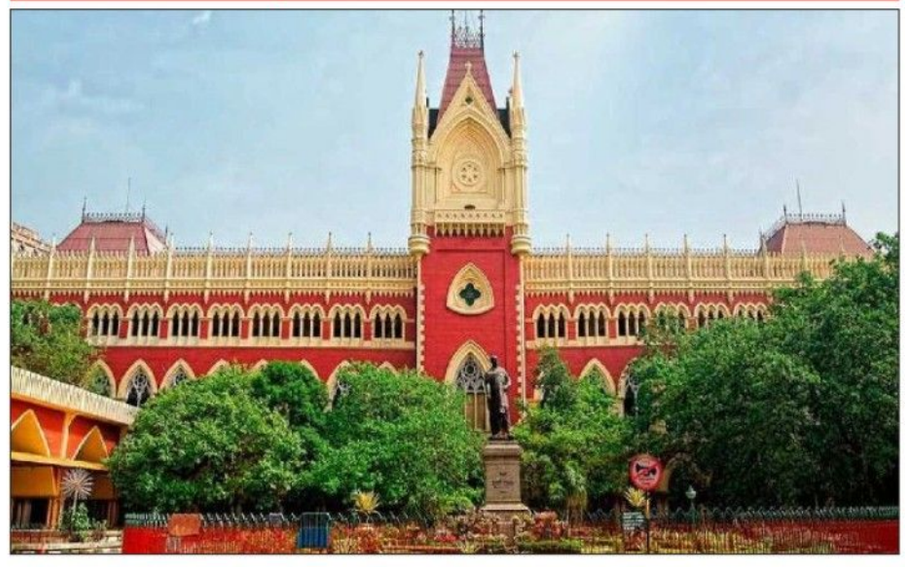

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে বাজির শব্দমাত্রা বাড়ানো হয়েছে অনেকটা। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সব মহলে। এমনকি কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও দায়ের হয়েছিল। কিন্তু আদালত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করল না। হাইকোর্ট জানিয়েছে, বিচারপতি সব্যসাচী ভাট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আদালত এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

কোথায় গিয়েছে দুর্নীতির টাকা, বাকিবুরের বয়ান ধরে মন্ত্রীকে জেরা ইডির

বাকিবুর। ইডি সূত্রের খবর, প্রাথমিক ভাবে তারা ঠিক করেছিল যে, বালু এবং বাকিবুরকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কিন্তু মন্ত্রী হঠাত অসুস্থ হয়ে পড়ায় ইডির প্রাথমিক পরিকল্পনা সফল হয়নি। ১৪ দিনের ইডি হেফাজতের পর বাকিবুর এখন বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। অন্য দিকে, কলকাতার বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর এখন ইডি হেফাজতে রয়েছেন জ্যোতিপ্রিয়।

মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গত ২৩ অক্টোবর ইডির সামনে দেওয়া বাকিবুরের একটি বয়ানকেই হাতিয়ার করছেন তদন্তকারীরা। বাকিবুরের সংস্থার সঙ্গে মন্ত্রীর পরিবারের যোগাযোগের বিষয়টি আগেই জানতে পেরেছিল ইডি। তদন্তকারীরা এ-ও জানতে পারেন যে, মোট তিনটি সংস্থায় শেয়ার কেনাবেচার মাধ্যমে মোটা টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন বাকিবুর। বাকিবুর অবশ্য জেরার মুখে জানান, জ্যোতিপ্রিয়ের অনুরোধে তিনি ওই বিপুল পরিমাণ টাকা ধার হিসাবে দিয়েছিলেন। এই বয়ানকে সামনে রেখেই বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করতে মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে ইডি।

তা ছাড়াও রেশনে খাদ্যশস্যের পরিমাণ কমানো নিয়ে বাকিবুর যে বয়ান ইডিকে দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেও মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা ভাবা হচ্ছে। ইডি সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত বিবিধ প্রশ্নে খুব 'সাবধানী' উত্তর দিয়েছেন মন্ত্রী।

১-ম পাতার পর

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআই-কে সময়সীমা বেঁধে দিতে পারে সুপ্রিম কোর্ট

হয়েছে। তদন্ত শেষ করতে সিবিআইকে তিন থেকে ছ মাস সময় বেঁধে দেওয়া হতে পারে। পরবর্তী শুনানি আগামী বৃহস্পতিবার।

চাকরিহারাদের তরফে আইনজীবী পাটওয়ালিয়া সওয়াল করেন, বক্তব্য না শুনেই সিঙ্গল বেঞ্চ বিভিন্ন নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলি আসলে আদেশের মতো। চার-পাঁচ বছর চাকরি করার পর বলা হল, তাঁরা আর চাকরি করতে পারবেন না। স্কুলে ঢুকতে পারবেন না। এই সময় বিচারপতি বেলা ত্রিবেদী বলেন, মূল নিয়োগে যদি দুর্নীতি হয়ে থাকে, তবে এক হোক বা দশ - যত বছরই চাকরি করে থাকুক, তা খারিজ হতেই পারে। তাঁর আরও বক্তব্য, এসএসসি-ই হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল, নিয়োগে বেনিয়ম হয়েছে। তাই তারা কয়েকজনের চাকরি রদ করেছে।

২ পাতার পর

লোকসভার এথিক্স কমিটিতে টাকার বদলে প্রশ্ন বিতর্কের শুনানি চলাকালীন আরও বড় বিতর্ক

ফেলতে রীতিমতো বিতর্কিত প্রশ্ন করেছেন কমিটির চেয়ারম্যান বিনোদ সোনাকার-সহ বিজেপি সাংসদরা। যার জেরে ক্ষোভে একযোগে ওয়াক আউট করেন মহুয়া-সহ সব বিরোধী সাংসদ। এমনকী বেরিয়ে আসার সময়ও রাগে রীতিমতো চিতকার করতে দেখা যায় বিরোধী সাংসদদের। চিতকার করে ক্ষোভপ্রকাশ করেন মহুয়া নিজেই। বিরোধী শিবিরের সাংসদদের অভিযোগ, খোদ নীতি কমিটির প্রধানই অনৈতিক এবং অশালীন প্রশ্ন করেছেন মহুয়াকে।

২ পাতার পর

পঞ্চায়েতের টাকা খরচ কোন খাতে, বেঁধে দিল নবান্ন

গাইডলাইনে বলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য কমিশনের অর্থ কীভাবে এবং কতটা খরচ করা হচ্ছে, সেটা নজর রাখবে নবান্ন। রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরকে ত্রৈমাসিক খরচের রিপোর্ট নিয়মিত পাঠাতে হবে প্রতিটি পঞ্চায়েতগুলিকে। সেটা দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই পরবর্তী টাকা মিলবে। সঠিক ভাবে অর্থ খরচের জন্যই এই নতুন নিয়ম লাগু করা হচ্ছে। এরফলে আর অনিয়মের অভিযোগও উঠবে না।

আর সেই অভিযোগকে অজুহত বানিয়ে রাজ্যের বকেয়া আটকে রাখার নিত্যনতুন ফিকির খোঁজা চলছে। সেই আবর্তেই ফিনান্স কমিশনের টাকা খরচের ক্ষেত্রে রাজ্যের এই কঠের অবস্থান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিক বলেন, এবার এই রাজ্য অর্থ কমিশনের টাকাও 'টায়েড' এবং 'আনটায়েড' ফান্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে একটি নির্দিষ্ট খাতের টাকা কোনওভাবেই অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এই পর্বেই পঞ্চম রাজ্য অর্থ কমিশনের দেওয়া অর্থে প্রায় ১৬০০ কোটি টাকার বাজেট তৈরি করল পঞ্চায়েত দপ্তর। জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির কাজকর্মের জন্যই এই টাকা দেওয়া হবে। গাইডলাইনে বলা হয়েছে, গ্রামে ইকো ট্যুরিজিম পার্ক, মডেল ভিলেজ এবং হোম স্টে তৈরি করতে হবে। সৌর বিদ্যুতের প্রচলন বাড়াতে হবে এবং 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পও শুরু করতে হবে। এছাড়াও তৈরি করতে হবে 'বায়ো ডায়ভার্সিটি পার্ক। গ্রামে সম্পদ তৈরির ক্ষেত্রেও দিতে হবে জোর। তার জন্য বাজার, দোকান, অনুষ্ঠান বাড়ি, পার্কিং লট ও ফেরিঘাটের উন্নতি ইত্যাদি কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কঠিন বর্জ্য নিষ্কাষণের পরিকাঠামো তৈরি করা যাবে এই অর্থে। আদিবাসী মানুষ ও তাদের এলাকা এবং নারী ও শিশুদের উন্নতির জন্য নিতে হবে বিভিন্ন পদক্ষেপ। স্থানীয় এলাকার চাহিদা অনুযায়ী আনটায়েড ফান্ড খরচ করা যাবে বলে গাইডলাইনে বলে দেওয়া হয়েছে।

২ পাতার পর

বাজির শব্দমাত্রা বৃদ্ধির মামলাতে হস্তক্ষেপ করল না হাইকোর্ট

নয়।কিন্তু দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আইনজীবীর বক্তব্য, আদালতের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে অপব্যবহার করা ছাড়া এটা আর কিছু নয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সবুজ বাজির ক্ষেত্রে ১২৫ ডেসিবল পর্যন্ত শব্দের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলে দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ আলাদাভাবে কিছু করেনি। দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ নিজের নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী একমাত্র পরিবেশবান্ধব বাজি (সবুজ বাজি) তৈরি করা, বিক্রি এবং ফাটানো যাবে।তবে জনস্বাস্থ্য ও পশুদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে শব্দমাত্রার বিষয়ে তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে দুষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে।

এ রাজ্যে সর্বোচ্চ ৯০ ডেসিবেলের বাজি ছাড়পত্র পেত। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, এখন থেকে শব্দবাজি সর্বোচ্চ ১২৫ ডেসিবেল মাত্রা পর্যন্ত রাজ্যে বিক্রি হতে পারবে। তবে আতশবাজির ক্ষেত্রে তা সর্বোচ্চ ৯০ ডেসিবেল। এরপরই একটি সংগঠন কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে। আজ সেই মামলার শুনানিতে সংগঠনের আইনজীবী বলেন, বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গ্রুপের জন্য এই শব্দমাত্রা বাড়ানো হয়েছে। আর রাজ্য তা বাড়িয়েছে কোনও আলোচনা ছাড়াই। আইনজীবীর কথায়, রাজ্যের জনঘনত্ব মাথায় রেখে এটা কী ভাবে করা হয়েছে তা বোধগম্য নয়।

তৃণমূলের পঞ্চায়েতে হামলা তৃণমূলের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে ভাঙচুর চালালো তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। এবার খোদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও পটাসপুর বিধানসভার বিধায়ক উত্তম বারিকের কেন্দ্র প্রকাশ্যে কোন্দলের জেরে ভাঙচুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে ভাঙচুর চালালো তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। যদিও সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করেন মুস্তাফাপুর দক্ষিণ বুথের সভাপতি মুজিবুর রহমান। তিনি বলেন, "আমরা বারবার প্রধানের কাছে উন্নয়নে দাবি জানিয়ে আসছি। আজকে আমরা পিটিশন জমা দিতে গেছিলাম। কিন্তু উল্টে আমাদের এই মারধর করা হয়। নিজেরাই ভাঙচুর করে আমাদের উপর দোষ চাপাচ্ছে।অভিযোগ মারধর করা হয় তৃণমূল পরিচালিত প্রধান ও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে। ভাঙচুর চালানো হয় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসার চেয়ার টেবিল ও কাঁচ ও।

এ ঘটনা পটাশপুর দুনম্বর ব্লকের খাড় গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই অফিস ভাঙচুর চালানো হয় অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধেই। এদিন তৃণমূল সমর্থক সেখ কুলিমুলাহো ও মুস্তাফাপুর দক্ষিণ বুথের সভাপতি মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের একটি দুষ্কৃতি দল তৃণমূল পরিচালিত খাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙচুর চালায়। অভিযোগ দুষ্কৃতিরা প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে ঢুকে চেয়ার টেবিল ও কাঁচ ভাঙচুর করে। মারধর করে প্রধান ও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে। আহত প্রধান ও অঞ্চল সভাপতিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জেলে যেতে ভয় পাই না', ইডির সমন এড়িয়ে হুঙ্কার কেজরির

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা যেতে পারে। কিন্তু কেজরির আদর্শকে কি গ্রেপ্তার করা যায়? ইডির সমন এড়ানোর পর ভোটপ্রচারে গিয়ে আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গেল অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। মধ্যপ্রদেশে গিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জানান, জেলে যেতে ভয় পান না তিনি।প্রসঙ্গত, আবগারি দুর্নীতি মামলায় বৃহস্পতিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। কিন্তু সেই সমনে সাড়া না দিয়ে মধ্যপ্রদেশে ভোটপ্রচারে যান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। আপের তরফে বলা হয়, কেজরিওয়ালকে যে সমন ইডির তরফে পাঠানো হয়েছে সেটা বেআইনি। সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে পাঠানো। এই বেআইনি তলবে সাড়া দেবেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই ইডির দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার সমন পাঠানো হয়েছিল কেজরিকে।

এদিন মধ্যপ্রদেশের সিংরাউলিতে প্রচারে যান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই বলেন, 'দিল্লিতে দাঁড়িয়ে ওরা রোজ হুমকি দিচ্ছে, কেজরিকে গ্রেপ্তার করবে। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। কেজরিওয়াল জেলে যেতে ভয় পায় না। আমাকে গ্রেপ্তার করলেও আমার আদর্শকে গ্রেপ্তার করবে কী করে? লক্ষ, কোটি কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করবেন কী করে?'

মধ্যপ্রদেশের ভোটে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনী প্রচারেই বলেন, 'ফলপ্রকাশের দিন আমি জেলে থাকব কিনা জানি না। তবে যেখানেই থাকি না কেন, আমি চাই এখানকার মানুষ আমার নাম নিক। তাঁরা বলুন, কেজরিওয়াল সিংরাউলিতে এসেছিলেন এবং মানুষ তাঁকে ঐতিহাসিক জয় দিয়েছেন।'

ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশেরও নিশানায় কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভোটের জন্য আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর একাংশ বিজেপির পক্ষে কাজ করতে পারে। ২০২১ সালে নীলবাড়ির লড়াইয়ের সময় এই অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার সেই অভিযোগের প্রতিধ্বনি শোনা গেল ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা ভূপেশ বঘেলের গলায়।প্রসঙ্গত, আগামী ৭ এবং ১৭ নভেম্বর দু'দফায় ছত্তীসগঢ়ের ৯০টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন হবে (প্রথম দফায় ২০ এবং দ্বিতীয় দফায় ৭০টি কেন্দ্রে) গণনা আগামী ৩ ডিসেম্বর। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, তেলঙ্গানা এবং মিজোরামের সঙ্গে। বৃহস্পতিবার ভূপেশ অভিযোগ করেছেন, বিধানসভা ভোটের আগে ভোটারদের প্রভাবিত করতে নগদ টাকা এবং নানা 'উপহার' বিলি করছে বিজেপি।আর সেই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের গাড়ি! নির্বাচন কমিশনের কাছে সিআরপিএফের গাড়ি তল্লাশির ব্যবস্থা করানোর জন্যেও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

মাওবাদী উপদ্রুত রাজ্য ছত্তীসগঢ়ে সিআরপিএফের বেশ কয়েকটি ব্যাটেলিয়ন গত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে মোতায়েন রয়েছে। বিধানসভা ভোটের জন্য তাই বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন নেই বলেও দাবি করেছেন তিনি। ভূপেশ বৃহস্পতিবার বলেন, "পরাজয় নিশ্চিত বুঝে বিজেপি এখন মরিয়া হয়ে ভোটারদের টাকা বিলি করছে। অভিযোগ এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর গাড়ি ব্যবহার করার। এটি গুরুতর বিষয়। নির্বাচন কমিশনের উচিত সিআরপিএফের গাড়িগুলি পরীক্ষা করে দেখা।"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯৮ সংখ্যা ০৩ নভেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ১৬ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

রেশন দূর্নীতি বিরোধীরা যেমন তৃণমূলকে নিশানা করছে, তেমনই তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বাম জমানাকে দায়ী করেছেন

দুর্নীতি নিয়ে বুধবার সরাসরি সিপিএম তথা বামেদের নিশানা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৪ বছরের বাম জমানায় সিংহভাগ সময় খাদ্য দফতর ছিল শরিকদল ফরওয়ার্ড ব্লকের (ফব) হাতে। মমতার অভিযোগ নিয়ে বৃহস্পতিবার বাম দলটির বর্তমান রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দিকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন।অনেকের মতে, বাম জমানাতেও পূর্ত, খাদ্য-সহ বিভিন্ন দফতরে অনিয়ম হত। টাকাপয়সাও দলীয় তহবিলে ঢুকত বলে সেই সময়ে অভিযোগ করতেন বিরোধীরা। তৃণমূলের নেতারাও ঘরোয়া আলোচনায় বলছেন, এখন কি সিপিএম বা বাম শরিক দলগুলি অট্টালিকার মতো পার্টি অফিস তৈরি করতে পারবে? মল্লিকবাজার থেকে মৌলালি পর্যন্ত হাঁটলে রাস্তার দু'ধারে সিপিএম ও তাদের গণসংগঠনগুলির যে অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে, তার অঙ্ক কয়েকশো কোটি টাকা। সরকারে থাকার সুবিধা নিয়েই তো সে সব হয়েছিল। তা কি দুর্নীতি নয়?তাঁর কথায়, "তদন্ত করে বার করুন।" একদা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা এবং অধুনা মমতা মন্ত্রিসভার সদস্য উদয়ন গুহ অবশ্য অতীতের 'দায়' নেওয়ার কথা বললেন। তবে অন্য ভাবে।

ফব-র বর্তমান রাজ্য সম্পাদক নরেনের কথায়, "শুধু খাদ্য কেন? যদি কোনও দফতরে, কোনও দুর্নীতি থেকে থাকে, তা হলে উনি (মুখ্যমন্ত্রী) তদন্ত করে ব্যবস্থা নিন! আমরা কিচ্ছু বলতে যাব না। আমরাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই দাবি জানাচ্ছি।" মমতার এ হেন অভিযোগের পর কি তাঁদের দল কোণঠাসা হবে বামফ্রন্টের ভিতরে? নরেনদের কি কোনও 'অস্বস্তি' রয়েছে? ফব-র বাংলা কমিটির সম্পাদক বলেন, "কোনও অস্বস্তি নেই। কেউ যদি দুর্নীতি করেন বা কারও যদি চারিত্রিক অধঃপতন হয়, তার দায় পার্টির নয়।"প্রসঙ্গত, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়েরা নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হওয়ার পর একই কথা বলেছিল তৃণমূলও। নরেনও কি মনে করেন, তৃণমূলের যাঁরা গ্রেফতার হচ্ছেন দুর্নীতির অভিযোগে, সেই দায় তাঁদের একারই? দলগত ভাবে তৃণমূলের নয়? জবাবে ফব-র রাজ্য সম্পাদক বলেন, "আমি কী মনে করি সেটা বড় কথা নয়। আমি দলের কথা বলছি। আমাদের পার্টি বা বামপন্থী কোনও দল, কাউকে দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেয় না। সেই দায় দল কেন নেবে?"আর উদয়ন? তাঁর স্পষ্ট কথা, "খাদ্য এমন একটা দফতর, যেখানে বিভিন্ন স্তরে নয়ছয় করার সম্ভাবনা থাকে। সেখানে যে মন্ত্রীরা সব সময় যুক্ত থাকেন এমন নয়।" দিনহাটার নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রীর সংযোজন, "এই যে কী এক রাকিবুর না বাকিবুরের নাম শুনছি! সে তো আর এই ১২ বছর ব্যবসা করছে না। আগে থেকেই করছে। তা হলে তখন সে সাধু ছিল, এখন তৃণমূলের আমলে সে চোর হয়ে গেল?" প্রসঙ্গত, শাসকদল তো বটেই, নানা মহল থেকেই দাবি করা হচ্ছে, বাকিবুরের 'উত্থান' বাম জমানাতেই। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে মন্ত্রিসভায় জায়গা পাওয়া এক নেতার সঙ্গে তাঁর 'ঘনিষ্ঠতা' ছিল। উদয়ন প্রবাদপ্রতিম ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা প্রয়াত কমল গুহের পুত্র। তিনি নিজেও দীর্ঘ দিন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর তৈরি করা দল করেছেন। ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীরও সদস্য। সেই তিনি কি ফব-তে থাকার সময়ে এ সব নিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন? উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, "আমি তো শুভেন্দু অধিকারী নই। আড়াই বছর আগে দল বদল করে বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই করেছেন, সেই করেছেন। আমি তখন (ফব-তে থাকার সময়ে) যখন প্রতিবাদ করতে পারিনি, তখন তার দায় তো আমারও!"

রেশন বণ্টন কেলেঙ্কারিতে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেফতারির পর রাজ্য রাজনীতি নতুন করে সরগরম হয়েছে। এক দিকে বিরোধীরা যেমন তৃণমূলকে নিশানা করছে, তেমনই তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বাম জমানাকে দায়ী করেছেন। বুধবার মমতা বলেছিলেন, "সিপিএমের জমানায় তো এক কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড করে রেখেছিল! সেই টাকা কোথায় যেত? আমরা ক্ষমতায় এসে সিপিএমের করে-যাওয়া এক কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড বাতিল করেছি। সেটা করতেও সাত-আট বছর সময় লেগেছে। সিপিএম যা করে গিয়েছে, তার দায় আমাদের বইতে হচ্ছে।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

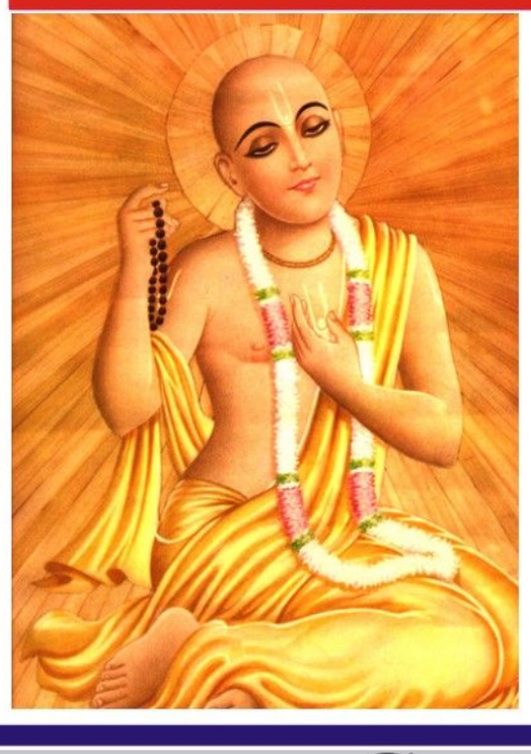

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় এই গ্রন্থ কাল্পনিক কিন্তু শ্রীমায়াপুরের জনজীবনে বর্তমানেও যে বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে স্পষ্টতই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মায়াপুর শব্দটিরও বিকৃতিকরণ ঘটেছিল। যদিও কোথাও স্পষ্টত মায়াপুর শব্দটিরই বিকৃতিকরণের উল্লেখ নেই। এই শব্দের বিকৃতিকরণ তত্ত্বটি কিছু গ্রন্থ উল্লেখ থাকলেও বিস্তারিত আলোচিত নেই। এইজন্যই প্রবন্ধটির অবতারণ। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের সাংবাদিকথার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

রাখতে পারে।তবে এই ঘটে সত্য পথের পথিক সাংবাদিকদের উপরে!কিন্তু এক শ্রেণীর সাংবাদিক আছে টাকার লোভে হয়কে নয় করে। আর অসাধু কিছু নেতাদের কথা মতো চলে, সদ সাংবাদিকদের বিপদে ফেলেছে এই সব সাংবাদিকরা।দেশ ও দশের ভালোচায় না এই সব সাংবাদিকরা, এদের গাড়ি বাড়ি সবি হয়। আর সৎ সাংবাদিকরা খাওয়ার পয়সা পায় না। এই সব সদ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নেই,এদেরকে সমাজের বুকে খারাফ প্রমাণ করাতে ব্যাস্ত সবাই। তাই আজকের লেখার বিষয় বস্তু সাংবাদিকদের ভূত ভবিষ্যৎ।তবে সব সাংবাদিকদের পাশে আছেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন ।দীর্ঘ ১৭ বছর সাংবাদিকতার জীবনে আমার পরিবারের বহু খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে,কারন সত্য অনুসন্ধানী মহান সাংবাদিক হয়ে কাজ করি। সাংবাদিকতা করার জন্য আমার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল জীবনে জেল-জরিমানা সবই কেটেছে তবেই সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা জানেন । প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতা আর দশটি পেশার মতো নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলওর মতে, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশাও। প্রকৃত সাংবাদিকের দায়িত্ব বস্তুনিষ্ঠ ও সততাপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা। টুকটাক সাংবাদিকতা করার সুবাদে মাঝে মাঝেই অনেকে আমার থেকে জানতে চায় সাংবাদিকতা বিষয়ক নানা তথ্য। অনেকেই বলেন, “আমরা আপনার মতো পেপারে লিখতে চাই। অথবা কিভাবে শুরু করবো?” আজকের এই লেখাটি সেসব ক্ষুদে ক্রিয়েটিভ মানুষগুলার জন্য যারা বড় হয়ে সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে অথবা পেপারে লেখার ইচ্ছা রাখে। আজ আমরা ফিচার রাইটিং অথবা দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানবো: সাংবাদিকতার প্রাথমিক স্তরেই সবার জানা হয়ে যায় যে, সংবাদে কোনো অবস্থাতেই ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশ করা যাবে না। এটা মোটামুটি সবাই জানেন বলে ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশিত হতে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধর্ষিতার এলাকার নাম বা তাঁর কোনো আত্মীয়ের নাম বা পরিচয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁদের আসলে নাম, পরিচয় প্রকাশ না করার পেছনের কারণগুলো সম্পর্কেই হয়ত ধারণা নেই। নইলে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতেন, এলাকা, এ বিষয়টি কমন সেন্স' থাকলেই বোঝা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, অনেকেরই যেন সেই সেন্স বা সেন্স খাটানোর সময় নেই। এ যুগেও কোনো সাংবাদিকের এমন ভুল সত্যিই মর্মান্তিক। মাত্র কয়েক বছর আগের তুলনায় সাংবাদিকদের এখন অনেক বেশি স্টোরি তৈরি করতে হয়। বেশি কাজ উৎপাদনের চাপে আপনি ভাবতে পারেন আপনার আসল কাজ হচ্ছে সব কিছু প্রক্রিয়াজাত করা - নতুন কোন গল্পের কথা ভাবা বা অনুসন্ধান করা নয়। তাছাড়া, সাংবাদিকতার মানেই হচ্ছে মানুষকে নতুন কিছু বলা। মৌলিক সাংবাদিকতার জন্য যে নৈপুণ্য দরকার সে বিষয়ে বিভিন্ন লেকচার এবং কর্মশালায় বিবিসির সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে টুডে অনুষ্ঠানের প্রাক্তন সম্পাদক কেভিন মার্শ-এর দেয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই গাইড।পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তার রাজনীতি, অর্থনীতি আর মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ধারা। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা, রুচি, বিবেকবোধের দৃষ্টিকোণ আর দীর্ঘদিনের চলমান অভ্যাস। এই পরিবর্তনের সাথে বদলে যাচ্ছে সাংবাদিকতার সনাতনি ধারাও। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার স্থান এখন দখল করেছে করপোরেট সাংবাদিকতা। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এই রূপান্তরগুলোকে শুধু দেখেই শেষ করতে পারেন না, সেগুলোকে তার নিবিড় পর্যবেক্ষণেও রাখতে হবে এবং তার নিজস্ব এথিক্সের আলোকে চলার পথ বা সংবাদ লেখার পথ ঠিক করতে হবে।তবে অনেক ধরনের ঘটনাই ঘটে প্রতিদিন। তবে গুরুত্বের বিচারে সব ঘটনা একই মানের না হওয়ায় সবই সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ, কিন্তু এদিক থেকে চিন্তা করলে সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ নয়। কারণ সমাজে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাবলীই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। একজন সাংবাদিকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের জায়গা সংবাদপত্র নয়, ঘটনা যতটুকু ঘটে, ততটুকুই বলবেন একজন সাংবাদিক; এর বেশি নয়। আজকের সাংবাদিকতার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জও এটাই। জনমত সৃষ্টিতে তাই আজকের সাংবাদিকরা রাখতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি সাধারণ খবরকে একজন সাংবাদিক এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, যাতে তা পাঠক পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। একজন সাংবাদিককে চিন্তা করতে হবে জনমতের জায়গা থেকে জনকল্যাণের জায়গা থেকে। একটি সৎ সংবাদ প্রকাশ করতে প্রয়োজন জনগণের সাহসী খোলামত ও অভিযোগ।কেউ যদি একটি সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল যন্ত্রের সাহায্যে ছবি বা ভিডিও ধারণ করে তা সম্পাদনা করে খবর আকারে প্রকাশ করে, তাকেই মোবাইল সাংবাদিকতা বলে। মোবাইল ডিভাইসটি হতে পারে একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা, গো-প্রো বা একটি সেলফোন। হতে পারে একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রযুক্তিও। কেউ কেউ মোবাইল সাংবাদিকতাকে সেলফি সাংবাদিকতাও বলছেন। আমার কাছে মুখ্য বিষয় হচ্ছে রিপোর্টিং, তার জন্য আপনি কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, তা গৌণ বিষয়।

সংবাদের খোঁজে প্রতিমুহূর্তেই ঘুরে ফিরছে সাংবাদিকরা। সেই ঘোরাঘুরির মাঝেই চোখে পড়ে অনেক কিছু, যা হয়ত সংবাদ নয় কিন্তু সাংবাদিক মন লিখতে চায়। জানাতে চায় তার পাঠকদের। খবরের জন্য এখন সবসময় মাঠে-ঘাটে যেতে হয় না। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে আরাম কেদারায় বসেও সহজেই লিখে দেয়া যায় বড় বড় খবর। রাজন হত্যা থেকে শুরু করে বেশ কিছু খবর তো মূলধারার সংবাদমাধ্যমের আগে সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই আমরা পেয়েছি। এযুগে নির্ভরযোগ্যতার বাছবিচর ছাড়াই সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। ফলে ভুল সংবাদ প্রচারের দায়ও নিতে হয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমকে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের নামও কিন্তু এই তালিকায় আছে। 'সাংবাদিকের চোখ' এবং বিবেচনাবোধ ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যা খুশি তাই প্রচার করে দেয়া নিশ্চয়ই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমকে অনেক ক্ষেত্রে সংবাদের উৎস বা সূত্র ভাবা যেতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ এবং প্রশ্নাতীতভাবে ঠিক খবরের পরিবেশক ভাবা কখনোই ঠিক নয়। আধুনিক এই যুগে আমরা সবাই কম বেশি পেপার পড়ি। অনলাইন, প্রিন্টের দুনিয়াতে নানা খবরাখবরের সাথে আমরা আপডেটেড থাকি সংবাদকর্মীদের কল্যাণে। সংবাদকর্মীরা প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকেন আমাদের জন্য সংবাদ সংগ্রহে। এটাই মূলত তাদের নেশা ও পেশা। ঘটনাপ্রবাহ ও ফিচার এমনভাবে লিখতে হয় যাতে পাঠক একবার পড়লেই পুরো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পান। এ জন্য যা করতে হবে তা হলো রিসার্চ। যে বিষয় বা ঘটনা নিয়ে লিখবেন, ঐ বিষয়টি গুগল করুন। আপনার সামনে আসবে আসবে হাজার হাজার তথ্য। নিজের প্রয়োজন মত তথ্যাদি সংগ্রহ করুন ও তা প্রয়োগ করুন লেখার সময়।

ফিচার রাইটার (যারা পেপার / পত্র পত্রিকার জন্য খবর সংগ্রহ করেন তা লেখেন প্রকাশের জন্য) টেলিভিশন সাংবাদিকতা (যেখানে মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা হাতে সাংবাদিক ও তার দল চলে যান খবর সংগ্রহে যা আমরা পরবর্তীতে টিভি খবরে দেখতে পাই) ফটোজার্নালিস্ট (এই ব্যাক্তি সাংবাদিক তবে খবর সংগ্রহের না, ছবি সংগ্রহের। ভারতবর্ষের এমনকি বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে তার সাথে আপটু ডেট থাকা ও দরকারে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা ও ভিডিও করা এ ধরনের সাংবাদিক এর কাজ) প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আপনি কোন বিষয়ের উপর আর্টিকেল লিখবেন। যদি কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা ইস্যু নিয়ে লিখতে চান তবে আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে -

-ঘটনার সাথে কারা কারা জড়িত আছে
-কোথায় ঘটেছে ঘটনাটি, কেন ঘটেছে
-কবে ঘটেছে (দিন, তারিখ, সময়) -
কিভাবে ঘটলো, সূত্রপাত, ঘটনাপ্রবাহ ও বিস্তারিত
-ঘটনা ঘটার সময়ে আশে পাশে থাকা বক্তা / একাধিক বক্তার মন্তব্য! বড় বড় সংবাদ সংগ্রহকারী ওয়েবসাইট আছে যার সারাবিশ্বের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত যেমন - রয়টার্স, বিবিসি, সিএন এন ইত্যাদি। এদের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সংবাদ তৈরী করতে পারেন। নিয়মিত পেপার, টেলিভিশনের সাথে আপ-টু-ডেট থাকা আপনার জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলবে রিসার্চ এর ব্যাপারে। একজন ভালো সংবাদকর্মী হতে হলে আপনাকে অবশ্যই গবেষণা ও রিসার্চ করতে হবে ও যে কোন বিষয়ে সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশি জানতে হবে। সবকিছুর মূলে রয়েছে সংবাদ পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থা বা সংবাদ পরিবেশন করার যে মাধ্যম সেই মাধ্যমকে আজকের দিনে বাঁচিয়ে রাখাটা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সংবাদ প্রতিষ্ঠা কে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে তেল খচ্চর নামে পকেট মানি দিয়ে সাংবাদিকদেরকে অসৎ পথে নিয়ে যাচেছ, সব সাংবাদিকরা সংবাদমাধ্যমের মালিকদের কারীদে তেমনি অর্থ পাচ্ছে না কেন মালিকরা নিজেদের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। তারা না পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন না পাচ্ছে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন না অসৎ পথে উপায়। তাহলে সংবাদসংস্থার কর্মচারীদের মাইনে কিভাবে তারা দেবে এ নিয়ে দিনের পর দিন ভুগছে মালিকপক্ষ । আর এই কারনেই বর্তমান পরিস্থিতিতে হাজার-হাজার কাগজ বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছে। সাংবাদিকরা বেঁচে থাকলে যে প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে এটা সত্য নয়। প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকলে সাংবাদিকরা বেঁচে থাকবে, যুগে উল্টোটাই হচ্ছে সাংবাদিকরা লোকাল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে অথচ কাগজের মালিকের কাছে বা প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে সেই অর্থ পৌঁছাচ্ছে না। প্রতিষ্টান বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজকের মালিকপক্ষ রাই চেষ্টা চালাচ্ছে লোকালে অর্থনৈতিক সাহায্য তুলে এনে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে কয়েক লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান করার। কচু কেন্দ্রের মোদি সরকার কর্মসংস্থান তো দূরের কথা ছোট কাগজগুলো গলাটিপে হত্যা করছে সরকারি বিজ্ঞাপন না দিয়ে। এটা কি মোদি সরকারের দ্বিচারিতা নয়, মোদি সরকার বড় বড় কর্পোরেট হাউসকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রেখেছে। অথচ প্রকৃত গ্রাম গঞ্জের সত্য কথা লেখা কাগজগুলো আদর্শ সাথে যারা তৈরি করছে সেই সব কাগজগুলো সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এক প্রকার সত্য কণ্ঠটা কে রোধ করে দিয়েছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতা বলে মনে করছে পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট পত্রপত্রিকার মালিক সংবাদকর্মী ও সম্পাদকরা। আগামী দিনে এই ধরনের দ্বিচারিতা বন্ধ না হলে, তাহলে বিগত লোকসভা ভোটে তার প্রভাব পড়বে তেমনই ইঙ্গিত স্পষ্ট গ্রামগঞ্জের ছোট পত্রপত্রিকার কর্মী সংগঠনের মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। এসমস্ত কাগজের যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পাশে থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে আগামী দিনের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে ইঙ্গিত স্পষ্ট।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ট্রলের বিপরীতে ফুরফুরে মেজাজে দীপিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'কফি উইথ করণ' অনুষ্ঠানের নতুন সিজনের প্রথম পর্বেই অতিথি হিসেবে আসেন বলিউডের পাওয়ার কাপল দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। স্বাভাবিকভাবেই কাজের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে তাদের ব্যক্তিজীবনের অনেক কিছুই উঠে এসেছে। কিন্তু বিপত্তি হয়েছে দীপিকার একটি মন্তব্যে। তিনি জানান, রণবীর কাপুরের সঙ্গে ব্রেকআপের পরই রণবীর সিং তার জীবনে আসে। কিন্তু ওই সময়ে তিনি সিং ছাড়া আরও কয়েকজনের সঙ্গে ডেট করেছেন। যদিও মনের দিক থেকে রণবীর সিংয়ের সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন বলে মন্তব্য করেন অভিনেত্রী। এটা নিয়েই সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে সমালোচনার ঝড়। অনেকেই বলছেন, রণবীর সিংকে হাতে রেখে বেটার অপশন খুঁজেছিলেন দীপিকা। যেটা সম্পর্কের প্রতি তার চরম অসততার প্রমাণ দেয়। এদিকে নেট-দুনিয়ায় ট্রল-নিন্দার বন্যা বয়ে গেলেও ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন দীপিকা। সমালোচনা যেন গায়েই মাখছেন না তিনি। গত রবিবার ইনস্টাগ্রামে একটি রিল পোস্ট করেছেন তিনি। যেখানে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি কথায় ঠোঁট মিলিয়েছেন 'পিকু' তারকা। কথাটি এমন, 'সো বিউটিফুল, সো এলিগেন্ট, জাস্ট লুকিং লাইক আ ওয়াও।'

দীপিকার ওই পোস্টে বরাবরের মতো হাজিরা দিয়েছেন রণবীর সিংও। মন্তব্যের ঘরে হাসির উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছেন তিনি। এদিকে ট্রেন্ডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনুসারীদের বিপুল সাড়াও পাচ্ছেন দীপিকা।

আমি ভালো প্রেসিডেন্ট হতে পারতাম : আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার

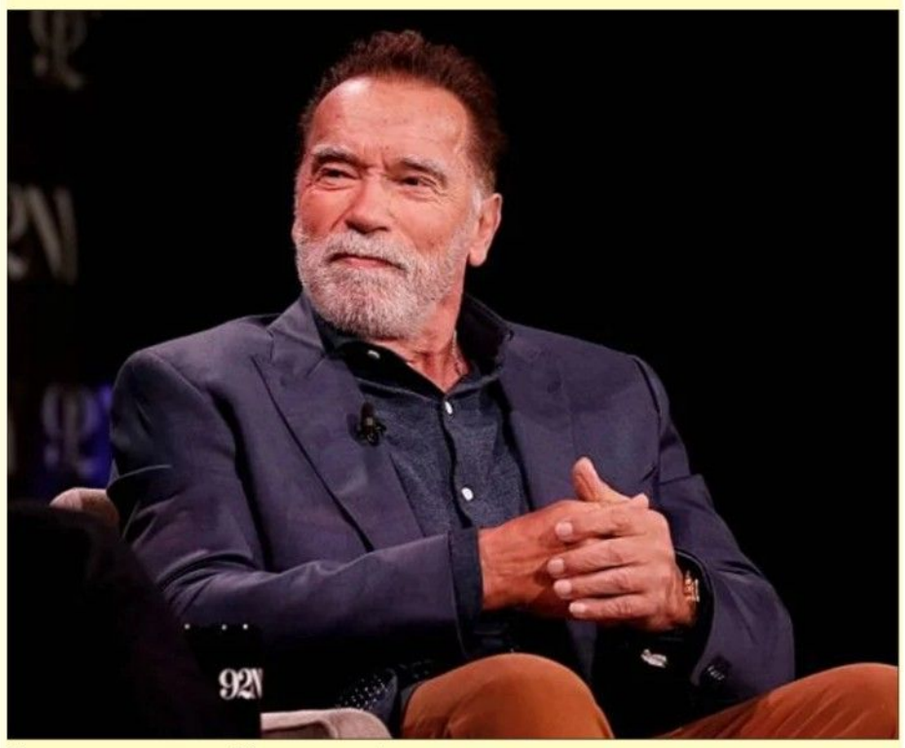

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই এর মধ্যে দিয়ে গেছেন তুমুল জনপ্রিয় হলিউড অভিনেতা আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার। এক জীবনে তার প্রাপ্তির তালিকাও অনেক বড় হলেও একটি আক্ষেপ থেকেই যাবে। সেটি হচ্ছে তিনি কখনো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। এর কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান। সংবিধানে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে গেলে অবশ্যই জন্মসূত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। কিন্তু আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার তা নন। তার জন্ম অস্ট্রিয়ার থাল নামের একটি শহরে। ১৯ বছর বয়স পর্যন্ত অস্ট্রিয়ায়ই ছিলেন তিনি। তারপর পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে।

সম্প্রতি বিবিসির সাংবাদিক কলিন প্যাটারসনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলেছেন আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তার অযোগ্যতার বিষয়টিও উঠে এসেছে। আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার দাবি করেছেন যে যদি সুযোগ থাকত তাহলে তিনি চমৎকার একজন প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন।

শোয়ার্জনেগার বলেন, 'আমার মনে হয়, আমি একজন ভালো প্রেসিডেন্ট হতে পারতাম!' তবে এখনই প্রেসিডেন্ট হওয়ার সব আশা ত্যাগ করছেন না ৭৬ বছর বয়সী এ অভিনেতা। তিনি মনে করেন, সংবিধান সংশোধনের সুযোগ আছে। কখনো হয়তো অভিবাসীসংক্রান্ত এসব আইনের সংস্কার হবে।

তবে এ আইন পরিবর্তনের জন্য কোনো পদক্ষেপ নেবেন না বলে জানান শোয়ার্জনেগার। তিনি বলেন, 'আমি যদি আইনটি পরিবর্তনের চেষ্টা করি, তবে তা কিছুটা স্বার্থপরের মতোই আচরণ হবে।'

উল্লেখ্য, অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক অর্জনও কম নয় আর্নল্ড শোয়ার্জনেগারের। ২০০৩-১১ সালের মধ্যে দুই মেয়াদে তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করলেও তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার সুযোগ আপাতত নেই।

আরো একটি ফ্লপের মুখ দেখলেন কঙ্গনা!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কঙ্গনা রানাউত, বলিউডের অন্যতম আলোচিত অভিনেত্রী। পেশাগত কারণে যতটা আলোচনায় থাকেন তিনি, তার চেয়ে বেশি ঘোরাফেরা বিতর্কিত পরিসরে। বিতর্ক যার পিছু ছাড়ে না তিনিই কঙ্গনা। বলিউডে বন্ধু বলে নাকি কেউ নেই তার। বড্ড একা কঙ্গনা। নিন্দুকেরা বলেন, বলিউডে কেউই নাকি তার সঙ্গে কাজ করতে রাজি নন, চারপাশে এত শত্রু তার। তাই নিজেই প্রযোজনা সংস্থা খুলেছেন। নিজের ছবির প্রযোজক কঙ্গনা নিজেই। একের পর এক ছবি মুক্তি পাচ্ছে তার। তবে ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ছে না। এক সময় যে কঙ্গনা বক্স অফিসে দাপট দেখাতেন, এখন তার ভাগ্যে যেন শুধুই ব্যর্থতা। এই উৎসবের মৌসুমে মুক্তি পেয়েছে তার নতুন ছবি 'তেজাস'। গত ২৭ অক্টোবর মুক্তি পায় সিনেমাটি। ছবি নিয়ে আশাবাদী ছিলেন বলিউডের কুইনও। কিন্তু প্রথম দিনেই যেন হিসাবটা স্পষ্ট।

'মণিকর্ণিকা', 'থালাইভি' কিংবা 'পঙ্গা' একের পর এক ছবি মুখ থুবড়ে পড়েছে কঙ্গনার। তবে হাল ছাড়ার পাত্রী নন তিনি। সর্বশেষ ছবিটি ভাল ফল করবে বলে আশা ছিল তার। তবে বক্স অফিস রিপোর্ট হাতে আসতেই স্পষ্ট। আবারো ফ্লপ কঙ্গনা। প্রথম দিনে এই ছবির আয় ১ কোটি ২৫ লাখ রুপি। দেশের মাল্টিপ্লেক্সগুলো থেকে সংগ্রহ হয়েছে মোটে ৮৫ লাখ রুপি। যে গতিতে এগোচ্ছে কঙ্গনার 'তেজাস', তাতে পাঁচ নম্বর ফ্লপের মুখ দেখতে চলেছেন অভিনেত্রী। কঙ্গনার এই ফ্লপের শুরু ২০১৯ সালে 'ধাকাড়' ছবির মাধ্যমে। তারপর যা-ই করছেন, সবই প্রত্যাখ্যান করেছে দর্শক।

নিজ ফ্ল্যাট মিলল অভিনেত্রীর মরদেহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেরালার রাজধানী তিরুবনন্তপুরমে অবস্থিত নিজ ফ্ল্যাট থেকে ভারতীয় মালায়লাম সিনেমার অভিনেত্রী রেঞ্জুসা মেননকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। সোমবার এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩৫ বছর বয়সী ওই অভিনেত্রী আত্মহত্যা করেছেন। যে ফ্ল্যাট থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে সেখানে স্বামীর সঙ্গে বাস করতেন তিনি। তার স্বামী মনোজও একজন মালায়লাম অভিনেতা। জানা গেছে, অভিনেত্রী রেঞ্জুসা গত কয়েক মাস ধরে নাকি আর্থিক সমস্যায় ভুগছিলেন। শ্রীকরিয়াম পুলিশ তার মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে। তার স্বামী মনোজের পেশাও অভিনয়। রেঞ্জুশার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ তার পরিবার এবং বন্ধুরা। অভিনয় ছাড়াও মেনন একজন পেশাদার ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী ছিলেন। ধারাবাহিকে কাজ করার আগে তিনি টেলিভিশনে সঞ্চালক হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির

নতুন আইনে চাপে অনেক দল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের শীর্ষ সাতটি দল সরাসরি ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্বাগতিক হিসেবে আট দলের টুর্নামেন্টে তাদের সাথে যোগ দিবে পাকিস্তান। ২০২১ সালেই ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বাছাইপর্বের এই ফর্মেট আইসিসি বোর্ড অনুমোদন দিয়েছিল। এর আগে ২০১৩ ও ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ আট দল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থার সিদ্ধান্তটি দুই বছর আগের হলেও এটি হঠাৎ করে আলোচনায় আসে সাকিব আল হাসানের মন্তব্যের পর। কলকাতায় নেদারল্যান্ডসের কাছে হারের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক জানান, চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে জায়গা করার জন্য শেষ তিনটি ম্যাচে ভালো খেলতে চান। পরে গতকাল লক্ষ্ণৌতে আইসিসির এক প্রতিনিধি সংবাদকর্মীদের নিশ্চিত করেন, চলমান বিশ্বকাপের লিগ পর্বের সেরা সাত দলই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সরাসরি খেলবে।

ইংল্যান্ড কোচ ম্যাথু মটসহ অনেকেরই এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা ছিল না। গতকাল ভারতের কাছে ১০০ রানে হেরে যাওয়া ইংল্যান্ড এখন পয়েন্ট তালিকার ১০ নম্বরে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে হলে তার দলকে সাতের মধ্যে থাকতে হবে, এ বিষয়ে জানতেন কি না, জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, ঘণ্টা দেড়েক আগে শুনেছেন। তবে ভারতের মাটিতে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের যে দুরবস্থা, তাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সমীকরণ বড় কিছু নয় বলেও মন্তব্য মটের, 'সত্যি কথা বলতে, আইসিসি প্রায়ই বাছাইয়ের নিয়ম পরিবর্তন করে। আমার মনে হয় না এটা আমাদের জন্য বড় প্রভাবক। এই টুর্নামেন্টে আমরা যেভাবে খেলছি তাতে আগে বা পরে জানা আলাদা কোন বিষয় নয়।'

নতুন আইনানুযায়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে ও আয়ারাল্যান্ড আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নিতে পারছে না। আইসিসি জানিয়েছে, আট দলের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আগের ফর্মেটেই দুই গ্রুপের শীর্ষ চার দল নিয়ে সেমিফাইনাল ও পরবর্তীতে ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যালন ডি'অরের সেরা গোলরক্ষক এমি মার্টিনেজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জেতা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ এবার ব্যালন ডি'অরের সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার জিতলেন। প্রথমবার ব্যালন ডি'অরের লাল গালিচায় পা দিয়েই বাজিমাত করলেন এই আর্জেন্টাইন। ফ্রান্স ফুটবলের দেওয়া সেরা গোলরক্ষকের স্বীকৃতি পাচ্ছেন আলবিসেলেস্তেদের বিশ্বকাপ শিরোপা এনে দেওয়া এমিলিয়ানো মার্টিনেজ।

সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কিংবদন্তি গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিনের নামে করা 'ইয়াসিন ট্রফি' পাচ্ছেন ৩১ বছর বয়েসী এই এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। বিশ্বকাপে তার দুর্দান্ত নৈপুণ্যে আর্জেন্টিনা পায় আরাধ্য বিশ্বকাপ শিরোপা। এছাড়া নিজ ক্লাব অ্যাস্টন ভিলাতেও তিনি ছিলেন দারুণ ফর্মে। পেয়েছেন ফিফার বর্ষসেরা গোলরক্ষকের সম্মান। সোমবার রাতে নিজের ফেসবুক পেইজে এক ভিডিও বার্তায় এমি মার্টিনেজ ইয়াসিন ট্রফি জেতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, সেরা পনেরোর তালিকাতে নিজের নাম নিশ্চিত করেছিলেন মার্টিনেজ। ছিলেন ১৫তম স্থানে।

রেকর্ড অষ্টম ব্যালন ডি'অর জিতলেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার ব্যালন ডি'অর নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে চলছিল জোরালো গুঞ্জন। শেষমেশ ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসিকে ঘিরে সেই গুঞ্জনই বাস্তবে রূপ নিল। রেকর্ড অষ্টমবারের মতো ব্যালন ডি'অর জিতেছেন লিওনেল মেসি।

ম্যানচেস্টার সিটির ফরোয়ার্ড আর্লিং হালান্ডকে পেছনে ফেলে ২০২২-২৩ মৌসুমের সেরার পুরস্কার জিতে নিয়েছেন আর্জেন্টিনা কিংবদন্তি। ফ্রান্সের প্যারিসে সোমবার রাতে আলো ঝলমলে আয়োজনে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়। এবারের ব্যালন ডি'অরের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে ২০২২ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০২৩ সালের ৩১ জুলাই সময়কে। এ সময়ে আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতার পাশাপাশি পিএসজির হয়ে ফ্রেঞ্চ লিগ জিতেছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির হয়েও ছিলেন দারুণ ছন্দে। বিশ্বকাপের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি হিসেবে গোল্ডেন বলও পেয়েছেন।

পাঁচটি ব্যালন ডি'অর জিতে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। অষ্টমবার এই পুরস্কার জিতে তাকে অনেকটা ছাড়িয়ে গেলেন মেসি। আর্জেন্টাইন তারকার সঙ্গে লড়াইয়ে ছিলেন আর্লিং হালান্ড। গত মৌসুমে সিটিকে ট্রেবল জেতানোর পথে ৫৩ ম্যাচে করেছিলেন রেকর্ড ৫২ গোল।

কিন্তু আর্জেন্টিনাকে ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপ জেতানোয় মেসির হাতেই উঠেছে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার। সেরা দশের বাকিরা হচ্ছেন: কিলিয়ান এমবাপ্পে, কেভিন ডি ব্রুইন, রদ্রি, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, হুলিয়ান আলভারেস, ভিক্টোর ওসিমহেন, বের্নারদো সিলভা ও লুকা মডরিচ।

এছাড়া কোপা ট্রফি জিতেছেন ইংল্যান্ড ও রিয়াল মাদ্রিদ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার ইয়াসিন ট্রফি জিতেছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী এমিলিয়ানো মার্তিনেস। সক্রেটিস অ্যাওয়ার্ড জিতেছেন ব্রাজিল ও রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

সেরা স্ট্রাইকারের পুরস্কার গার্ড মুলার ট্রফি জিতেছেন গত মৌসুমে ৫২ গোল করা আর্লিং হালান্ড। সেরা ক্লাব নির্বাচিত হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি।

পিসিবি থেকে ইনজামামের পদত্যাগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপের চলতি আসরে প্রথম দুই ম্যাচে নেদারল্যান্ডস ও শ্রীলঙ্কা বিপক্ষে জয় পায় পাকিস্তান।

এরপর টানা চার ম্যাচে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আফগানিস্তান ও সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হেরে সেমিফাইনালের আগেই বিদায়ের শঙ্কায় পড়েছে দেশটি। আগামীকাল মঙ্গলবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান।

এর আগেই আজ সোমবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) প্রধান নির্বাচকের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন ইনজামাম-উল-হক। চলতি বছরের আগে দ্বিতীয়বারের মতো ইনজামামকে প্রধান নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সোমবার পিসিবির কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন ইনজামাম।

মূলত স্বার্থের সঙ্ঘাতের কারণেই পদত্যাগ করেছেন ইনজামাম। তিনি এমন একটি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেটির মালিক ক্রিকেটারদের এক এজেন্ট। ফলে ক্রিকেটারদের নির্বাচনে সেই ব্যক্তির হাত থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এ বিষয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পদক্ষেপ নিয়েছে। অভিযোগ তদন্ত করতে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে পিসিবি। কমিটি দ্রুততার সাথে পিসিবি ম্যানেজমেন্টের কাছে তাদের রিপোর্ট এবং সুপারিশ জমা দেবে।

বিশ্বকাপ : ছিটকে গেলেন কুমারা,

লঙ্কান স্কোয়াডে চামিরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একের পর এক চোটে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা। উরুর চোটে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন লাহিরু কুমারা। বদলি হিসেবে ডাক পেলেন দুশমন্থ চামিরা। টুর্নামেন্টের টেকনিক্যাল কমিটি ২৯ অক্টোবর এই পরিবর্তনের অনুমোদন দিয়েছে।

পুনেতে দলের সঙ্গে অনুশীলনের সময় বাম উরুতে চোট পান কুমারা। যে কারণে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বাকি চার ম্যাচে আর খেলা হচ্ছে না তার। গত বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৮ উইকেটের জয়ে দারুণ বোলিং করেন কুমারা। জস বাটলার, বেন স্টোকসের উইকেটসহ ৩৫ রানে ৩ শিকার ধরে ম্যাচ সেরার পুরস্কারও জেতেন তিনি।

আকস্মিক পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য চামিরাকে আগেই রিজার্ভ হিসেবে ভারতে উড়িয়ে নিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। টুর্নামেন্টের শেষ ভাগে এবার মাঠে নামার দুয়ারও খুলছে ৩১ বছর বয়সী পেসারের। তিন সংস্করণ মিলে জাতীয় দলের হয়ে একশর বেশি ম্যাচ খেলেছেন চামিরা। ওয়ানডেতে ৪৪ ম্যাচে তার শিকার ৫০ উইকেট।

চলতি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার তৃতীয় বদলি ক্রিকেটার চামিরা। এর আগে দাসুন শানাকার চোটে চামিকা করুনারাত্নে, মাথিশা পাথিরানার চোটে বদলি হিসেবে ডাক পান অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস।

পাঁচ ম্যাচে দুই জয়ে পাওয়া ৪ পয়েন্টে টেবিলের পাঁচ নম্বরে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। পুনেতে আজ সোমবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে তাদের পরের ম্যাচ।

কিংবদন্তি ম্যারাডোনার জন্মদিন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ১৯৬০ সালের এই দিনে আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেস প্রদেশের লানুস শহরে জন্মগ্রহণ করেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাডোনা। তার ৬৩তম জন্মদিন ৩০ অক্টোবর।

হাসি-আনন্দে ব্যস্ত থাকা এই কিংবদন্তি এখন ধরাছোঁয়ার বাইরে। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তিন বছর হলো। সর্বকালের সেরা ফুটবলারদের মধ্যে অন্যতম তিনি। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী তারকা। অনেকের কাছে তিনি আবার ফুটবল ঈশ্বর, সেরাদের সেরা। যত নামেই ডাকা হোক না কেন, তিনি আর্জেন্টাইন ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাডোনা। বল পায়ে দক্ষ নিয়ন্ত্রণ, চিতার বেগে ডিফেন্ডারদের কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়াসহ আরও অনেক ঐতিহাসিক মুহূর্ত আর গোল বিশ্বসেরা ফুটবলারের বিতর্কে তাকে রেখেছে বেশ উঁচু স্থানে।

ম্যারাডোনার বেড়ে ওঠা আর্জেন্টিনার দক্ষিণ প্রান্তের শহর ভিয়া ফিওরিতোতে। তিন কন্যা সন্তানের পর মা-বাবার প্রথম পুত্র সন্তান তিনি। তার ছোট দুই ভাই হুগো এবং রাউলও পেশাদার ফুটবলার। মাত্র দুই দশকে ছয়টি ক্লাবে পেশাদার ফুটবল খেলেছেন ম্যারাডোনা। ১৬ বছর বয়সের কিছুদিন আগে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের হয়ে অভিষেক ঘটে তার। এরপর ক্লাব ক্যারিয়ারে খেলেছেন বোকা জুনিয়র্স, বার্সেলোনা, নাপোলিসহ নানান ক্লাবে। এর মধ্যে একক কৃতিত্বে নাপোলিকে শিরোপা জিতিয়েছেন তিনি। অধিনায়কত্ব গ্রহণ করে ক্লাবটিকে ইতিহাসের সফলতম পর্যায়েও নিয়ে যান তিনি।

১৯৮৬ বিশ্বকাপে তার একক নৈপুণ্যে বিশ্বকাপের সোনালি শিরোপা জেতে আর্জেন্টিনা। সেই আসরের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে 'হ্যান্ড অব গড' ও শতাব্দীর সেরা গোল করেছিলেন তিনি। এরপর ১৯৯০ বিশ্বকাপেও দলকে ফাইনালে তুলেছিলেন। পরের আসরে ডোপ টেস্টে পজিটিভ হন এ কিংবদন্তি। পড়েন ১৫ মাসের নিষেধাজ্ঞায়। এরপর ম্যারাডোনাকে আর স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি।

২০ বছরের আন্তর্জাতিক ও ক্লাব ক্যারিয়ারে ৩৪৬টি গোল করেছেন আর্জেন্টাইন এ মহাতারকা। ২০০৮ সালে মেসিদের কোচ ছিলেন তিনি। তার অধীনে অনেক চড়াই-উতরাই শেষে ২০১০ বিশ্বকাপে টিকিট কাটে আকাশি-নীল শিবির। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির কাছে ৪ গোল হজম করে বিদায় নেয় মেসিরা।

২০২০ সালে বুয়েনস আইরেসের হাসপাতালের আইসোলেশনে নিজের ৬০তম জন্মদিন পালন করেন তিনি। তবে এক মাসের মধ্যেই না-ফেরার দেশে পাড়ি জমান 'এল দিয়াগো'। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর মারা যান ম্যারাডোনা।

বিশ্বকাপ ধামাকা

৫৫ রানে অলআউট

বিশ্বকাপে লঙ্কানদের লজ্জার রেকর্ড, সেমিতে ভারত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ৫৫ রানে ১০ উইকেট হারিয়ে বিশ্বকাপে লজ্জার রেকর্ড গড়ল লঙ্কানরা। ৩০২ রানের বড় ব্যবধানে জিতল ভারত, যা বিশ্বকাপের ইতিহাসে দ্বিতীয় বড় জয়। সেইসঙ্গে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল দলটি। পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, ওয়ানডে ইতিহাসে সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহের রেকর্ডটি ৩৫ রানের, আর বিশ্বকাপে সেটি ৩৬। দুই রেকর্ডই হুমকির মুখে ছিল।

ভাগ্য ভালো লঙ্কানদের। ওই দুই লজ্জার রেকর্ডে নাম লেখাতে হয়নি। তবে তারা বিশ্বকাপের মঞ্চে যা করেছে, সেটাও কম লজ্জার নয়। ভারতীয় বোলিং তোপে ১৯.৪ ওভারে মাত্র ৫৫ রানেই গুটিয়ে গেছে শ্রীলঙ্কার ইনিংস। আজ লঙ্কানদের লক্ষ্য ছিল ৩৫৮ রানের। বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই ভারতীয় পেসারদের তোপের মুখে পড়ে শ্রীলঙ্কা। জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজ, মোহাম্মদ শামিরা বলতে গেলে ছেলেখেলা করেছেন লঙ্কানদের নিয়ে।

প্রথম পাঁচ ব্যাটারের তিনজন শূন্য, দুইজন আউট হয়েছেন ১ রান করে। ছয় নম্বরে নেমে অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউস ১২ আর শেষদিকে কাসুন রাজিথা ১৪ এবং মাহিশ থিকসানা অপরাজিত ১৪ রান না করলে আরও বড় লজ্জায় পড়তো শ্রীলঙ্কা।

লঙ্কানদের ইনিংসে এই ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর মূল হোতা মোহাম্মদ শামি আর মোহাম্মদ সিরাজ। শামি ১৮ রানে ৫টি আর সিরাজ ১৬ রানে নেন ৩টি উইকেট।

এর আগে বিরাট কোহলি, শুভমান গিল আর শ্রেয়াস আয়ারের ব্যাটে চড়ে ভারত দাঁড় করায় ৮ উইকেটে ৩৫৭ রানের বড় পুঁজি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR